ছিটে ফোঁটা - ৭

(সাধারন এবং কিছু অসাধারন মানুষের সাথে উঠে বসে এজীবনে যা শেখার তা শিখেছি। ঘর এবং ঘরের বাইরে। মামুলী অভিজ্ঞতা। তবু এর মূল্য অনেক।)

ছোটবেলায় 'পাগল' দেখে ভয় পেতাম। 'মাতাল' দেখলেও । কখন কি করে, সেই ভয়। এদের মধ্যে তফাতটা ঠিক বুঝতামনা। দুজনের কাজ কারবারও কেমন জানি একরকম লাগত। এখনও লাগে। আর সেই মিলগুলি বড় অদ্ভুত! এদের ঢিল মারলেও যা, ছুরি মারলেও তা। নির্মমতা কি জিনিষ বোঝেনা। লজ্জা শরমইবা কে বোঝে? তবু দেখি, এই দুই অবুঝদার নিয়ে দুনিয়ার মানুষ মজা উড়ায় খুব। আমোদ করে। প্রলাপ শুনে হাসে। হেসে গড়ায়। তা পরিস্থিতি যত করুন হোক আর যত অসহায়ই হোক। এরা ক্ষেপলেই বরং তামাশা জমে। হাটে মাঠে পেলেই হলো। খোঁচাটা, ধাক্কাটা - দেবেই। দেয়ও। পারলে লেংগি মারে। যেন পাগল আর মাতালের পাওনাইতো এই। কে মানায় বুঝদার মানুষেরে তখন? বড় কঠিন দুনিয়া!

পুরুষ মানুষ মদ খেয়ে বেসামাল হলে লোকে বলে মাতাল। মেয়ে মাতাল আছে কিনা জানিনা। তাদের দেখিনি কোন দিন। মদ যে তারা একেবারে খায়না, তা না। খায়। আচার অনুষ্ঠানে। স্বামী সঙ্গতে। খানিক সাহেবীয়ানা। খানিক চর্চা। আশ্চর্য হই, পয়সা দিয়ে মদের মত জিনিষও কিনে খেতে হয় দেখে। তারপরেও দেখি, দামী মদ খাওয়ার মধ্যে মানুষের কেমন জানি চাপা অহংকার থাকে। যাকগে, আমি মুরোদহীন মানুষ। মদের বুঝিইবা কি!

তবে পাগলের সাহস দেখেছি, বড় সাংঘাতিক! মাতালেরও। লোকজন অপ্রস্তুত করে দেবার মত সাহস রাখে দুই জনই। নিব্বিকার কয় এমন কথা যা অন্ততঃ স্বজ্ঞানে বলাবর ইচ্ছে হোতনা তাদের কোনওদিন। তবে মুখে যাই বলুক, মাঝে মাঝে এরা তাকায় বড় বিভোর হয়ে! মনে হয় তাকিয়ে যা দেখে, মনে মনে দেখে তার বহুগুন! আর পাগলের চোখে যত কৌতুহল থাকে অমন থাকেনা আর কারো।

রক্ত মাংসের মানুষ। শ্রেষ্ঠ জীব। তবুতো নালা নর্দমা আর আবর্জনা ঘেটেই কাটে কারো কারো জীবন। কেননা জগৎ সংসার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই তার মাথার উপর দিয়েছেন। বংশ পরম্পরায়। আর তাদের সেই দূরুহ কাজকে সহজ করে দেবার জন্যে থাকে 'মদ'। লজ্জা-শরম, ঘেন্না-বিরক্তি সব কেমন করে জানি শুষে নেয় এই আশ্চর্য তরল।

ঈশ্বরের দেয়া জীবন। অমান্য করেনা কেউই। তাই 'ডোম'- যিনি অভদ্রজাত হলেও গ্রহনযোগ্য। সময়ে অনিবার্য। লাশকাটা ঘরে সেই ডোমের জন্য 'মদ' প্রায় নিঃশ্বাষের মতই জরুরী। আর নেশাগ্রস্থ হয়ে কাজ করাই যে কাজের ধর্ম তারে মাতাল বলে কার সাধ্য? তাই সুভদ্রজনও মার্জনা করে তারে। নিঃসঙ্কোচে।

কখনও কখনও এই মদই আবার পেশাদার খুনীর হাতে পড়ে বনে যায় সব্বনাশা হাতিয়ার। জ্ঞান বুদ্ধি বিনাশ না হলে নৃশংসতা ঘটানো কার পক্ষেইবা সহজ হয়? মানুষের খোসার মধ্যে রাতারাতি বসে যায় দানবের প্রান। অমন ভৌতিক রুপান্তর আর কেইবা ঘটাতে পারে মদ ছাড়া ?
তবে সিনেমার মাতাল অন্য জিনিষ। এদের মদ ফুরায় এক নিঃশ্বাসে। খায়ও পেট ভরে। বোতল বোতল। আর যতরকমের কুবুদ্ধি আটার সময়ই কেবল খলনায়কগন মদ্যপান করতে বসেন। যেন মদ খেলেই তাদের বুদ্ধি খোলে।
অবশ্য গাঢ় ঘুম আনতে আর বৈঠকী আসর জমাতে, একটু আধটু চুমুকের দরকারটা কে না বোঝে? ।

দু'একজনকে দেখতাম, তারা খালি খালি মাটি নয়ত কাগজের ডেলা পাকিয়ে পাগল দেখলেই খাওয়ার জন্য সাধত- "খাবি?"। পাগলের সত্য মিথ্যা বোঝার ক্ষমতা নাই। তামাশাও না। সে কেবল ভয় আর সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে দেখে জানবুঝওয়ালার কান্ড। পাগল ঠকলে কার কি? এই জীবনে তারতো ঠকারই কপাল। তারপরেও ওমন নিষ্ঠুরতা কেন জানি সহ্য হোতনা।

দেখেছি, জোর করে যে পাগল হতে পারেনা সময়ে সেও মাতাল হয়। রাত বাড়লে সেই তৃষ্ণার্ত মানুষের গলা বেয়ে আয়েসে নামে মদ। আর কেমন করে জানি সেই মদ আবার সুড়ং কেটে চুপচাপ গড়িয়ে চলে যায় এক্কেবারে পাঁজড়ের মাঝখানে।

আর যাওয়া মাত্রই যা করার তা করে। কুমন্ত্রনা দিয়ে দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে ভিতরের যত অতৃপ্তি। ক্ষত, যন্ত্রনা। টুকরো টুকরো দহন। কালশীটে পড়া স্মৃতি। এমনকি অনর্থক খুচিয়ে তোলে পোড়া কাঠের মত পুরনো প্রেমও। তথা পুরনো আগুন। মাতালের আবেগ, তখন দেখার মত। যেন হাতে গেলাশ না। চৌবাচ্চা একটা। তাতেই ডোবে। ডোবায়ও। দিশেহারা ক্ষোভ। নোনা অভিমান। চোখের পানি। আর হিসেব না মেলা খাতাটা। সব গলে মিশে যায় সেই তরলে---------। বিনদাস!

মাতালের মনস্তাপ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয়না। চেনা অচেনা সকলকেই দয়া করে। মায়া করে। জড়িয়ে ধরে। হাপুস কাঁদে। কাটে রাজ্যের কিরে কসম। তবু দেখি সংসারে অশান্তি এনে দেবার দায় থাকে তার মাথার উপর। চিরকাল। থাকতনা। যদি না তার অকথ্য উচ্চারনে বেরিয়ে আসত বর্জ্যের মত বুলি। আর মুহুর্তে মেখে যেত ঘর-দোর, ছাদ, মেঝে। সব। এমনকি সন্তানের নিস্পাপ বুকটা পর্যন্ত। আহা, কি দূষন! অনর্থক মারধরেও আতঙ্কে কোনঠাসা হয়ে থাকে তারা। ওদিকে, দেয়াল টপকে কতক চলে যায় পড়শীর কানে। তথা চাপা হাসি, বাঁকা চোখ। এবং পরদিনই এই ঘটনার অনর্থক কৈফিয়ত দাবী করে বসা। যাবতীয় লজ্জা এবং বেসামাল দূর্ভোগ। আছে রোগগ্রস্থ হবার ভয়। ধর্মের ধমক। অসম্মানের কালি। কি নেই? চোখের সামনেই থাকে সব। তবু মদ। মদে চুর হওয়া। দুনিয়া এপাশ ওপাশ করে ফেলা। ভাবি, এই সংসারে পাগলের তবু নাহয় একটা জায়গা আছে- গারদখানা। মাতালের জায়গাটা যে আসলে কোথায়, বলা মুশকিল।

তবে মদ খেয়েছেন মাত্র, তাকে আশকারা দেননি, এমন মানুষও আছে। সুস্বাস্থবান। সুভদ্রজাত। মদে নেশাগ্রস্থ হয়ে দুনিয়া উল্টে ফেলারও কোন মানে হয়না সেইসব মানুষের কাছে। সংসারের কোথাও এতটুকু গোলমাল বাঁধেনি তার। কোন আশ্চর্য উপায়ে এই কঠিন পানীয়কে তারা বশে রেখেছেন

জানিনা। মানির মান ছিটেফোঁটা মদে ধুয়ে যাওয়ার কথা না। যায়ওনি। জীবনের এই সত্যকে জেনেছি বহুবার।

মদ- যার অভদ্র নাম 'মাল' হলেও এর একটা ভদ্র নাম আছে, 'শরাব'। আর অতিথি আপ্যায়নে মদের চেয়ে সেরা আছেই বা কি? ওষ্ঠ থেকে শিরা অব্দি চুইয়ে নামে কাহালুকা, টাকিলা, জিন, রাম, শ্যাম্পেন। জাতে পাতে ভিন্ন। দামেও একটি অন্যটিরে ছাড়ায়। দেখি উৎসবে, আনন্দে মদের যেন শ্রী খুলে যায়। এর সমাদরও চোখে পড়ার মত। লোকে শোর মাচিয়ে ছিপি খোলে। ছিপি খুললেই বোতল ফুঁসে বেরয় দিগ্বিদিক আমোদ। আর বেসামাল মাস্তিতে দুনিয়া ভাসে! নির্মম রোগ-ভোগের কথা কে ভাবে তখন?

যাহোক, মদ যে খায় তার সব সময় কান্ডজ্ঞান থাকেনা। একথা মহাভারতের স্বয়ং শুক্রও জানতেন। একবার দেবতাদের ষড়যন্ত্রে পড়ে, মদের সঙ্গে সঙ্গে কন্যা দেবযানীর ভালোবাসার জন কচে'র দেহভস্ম পর্যন্ত খেয়ে ফেললেন তিনি। শুক্র ছিলেন অসুরদের গুরু। তারউপর "সঞ্জীবনী" অর্থাৎ মরা বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্রও তার জানা ছিল। কিন্তু তখন এমন অবস্থা যে তার নিজেরই প্রান যায়। যাহোক সেযাত্রা বেঁচে উঠে শুক্রের কেবল এই কথাই মনে হয়েছিল- "তাইতো! আমি মদ খাই বলিয়াই আজ এমন কুকর্ম করিয়া বসিলাম। এখন হইতে এমন জঘন্য জিনিষ যে ব্রাহ্মনে খাইবে তাহার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হইবে।"
পাঠক, স্বয়ং শুক্রের এমত ঘোষনার পর আর কি বলি?

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক